



হরর কমিডি 'নয়ি নভেলি'তে দর্শকের
প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়ামি

বাংলা আজ যা ভাবে

নয়া জামানা

৪ কার্তিক ১৪৩৩। বৃহস্পতিবার ২২ অক্টোবর ২০২৬ ১ ম বর্ষ ৬১৩ সংখ্যা ১৮পাতা

তিব্বতে ৭ মাত্রার ভয়াল
ভূমিকম্প, নেপালে হড়পা
বানের পর নয়া বিপর্যয়ের
শঙ্কায় বিজ্ঞানীরা



লোহিত সাগরে জলখানে
ভয়ংকর হামলা সৌদি
বাহিনীর, প্রাণ সংশয় ১৪
ভারতীয়র, দাবি হাউথির



‘ককরোচদের জমায়েতে
ভূমিকাই নেই’, চাপের
মুখে হাই কোর্টে ‘সুর
বদল’ নেহা বোরার



টটকা চোরবাগানের ক্ষত

এবছর বিজয়া উদযাপনে ‘না’ মমতার

নয়া জামানা :
২০২৫ সাল পর্যন্তও
ছবিটা অন্যরকম
ছিল। কালীঘাটের
বাড়ি তো বটেই,
জেলায় জেলায়
তৃণমূল কংগ্রেসের
তরফে দুর্গাপূজো
উদযাপন হতো
হাইহই করে। বিজয়া
দশমীতেও মেগা



সেলিব্রেশন। দলের নেতা-কর্মীরা নেত্রীর
বাড়িতে ভিড় করে শুভেচ্ছা বিনিময়
করতেন, হতো দোদার মিস্তি মুখ। কিন্তু
এক বছরের মধ্যে সেই চিত্রে সম্পূর্ণ বদল।
এবছর আর কালীঘাটে মমতাপন্থী তৃণমূল
কর্মীদের ভিড় নেই, নেই উদযাপনও।
কারণ, নেত্রী নিজেই তাতে ‘না’ করেছেন।
ছাবিশে শুধু তৃণমূলের ক্ষমতা থেকে
বিদায় নয়। পুজোর মধ্যে কলকাতার বৃকে
ঘটে গিয়েছে নিদারুণ বিপর্যয়।
চোরবাগান সর্বজনীন ঠাকুর দেখতে
গিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন ১৯ জনের। সেই
ক্ষত বৃকে নিয়েই এবার আর কোনও
সেলিব্রেশন হচ্ছে না মমতা সর্ভভারতীয়
তৃণমূল কংগ্রেস শিবিরে। সূত্রের খবর,
বিজয়া দশমীতে মিস্তি মুখ নয়। দলের
কর্মীদের প্রতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের
স্পষ্ট নির্দেশ, সবাই আসুন, শুভেচ্ছা
জানান এই পর্যন্তই। কোনও মিস্তি মুখ হবে
না প্রতি বছর বিজয়ার পর দীর্ঘ প্রায় দিন
পনেরোর জনসংযোগ কর্মসূচি থাকত
তৃণমূল কংগ্রেসের। কালীঘাট থেকে শুরু
করে জেলায় দলের পার্টি অফিসগুলি
এবং পাড়ায় পাড়ায়, বিজয়ার শুভেচ্ছা
বিনিময়ের মাধ্যমে ঘাসফুল শিবিরের
নেতা-কর্মীরা মানুষের দুয়ারে পৌঁছে
যেতেন। দোদার খাওয়াদাওয়াও হতো।
কিন্তু এবার আর সেসব হচ্ছে না। সূত্রের

খবর, বিজয়া দশমীতে মিস্তি মুখ নয়।
দলের কর্মীদের প্রতি মমতা
বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্পষ্ট নির্দেশ, সবাই
আসুন, শুভেচ্ছা জানান, এই পর্যন্তই।
কোনও মিস্তি মুখ হবে না। এর মূল কারণ,
চোরবাগানের বিপর্যয়। গত ১৭ অক্টোবর,
সপ্তমীর দিনে সন্ধ্যায় বৃষ্টি আর ভিড়ের
চাপে উত্তর কলকাতার ওই মণ্ডপে
পদপিষ্ট হয়ে তরতাজা ১৯ জন প্রাণ
হারান। ওই দুর্ঘটনার পরপরই এক্স হ্যান্ডল
পোস্টে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক
বন্দ্যোপাধ্যায় সকলে শোকপ্রকাশ
করেছিলেন। পুজোর কলকাতায় এত বড়
বিপর্যয়ের নজির সাম্প্রতিক অতীতে
নেই। এই ক্ষত তো রয়েছেই। এছাড়া নতুন
সরকার গঠনের পর থেকে দলের বহু
কর্মী, সমর্থক বিপদে রয়েছেন। তাঁরা
শাসকদলের কর্মীদের হাতে আক্রান্ত বলে
অভিযোগ উঠছে। তাঁদের নিয়েও চিন্তিত
দলনেত্রী। সবমিলিয়ে, এবছরের বিজয়া
দশমীতে মোটেই হাইচই করে পালন করার
মতো পরিবেশ নেই বলে মনে করেন
মমতা। তাই কালীঘাটে বিজয়া
সেলিব্রেশন হচ্ছে না। যদিও বিরোধীদের
খোঁচা, সাংগঠনিকভাবে ক্রমশ আরও
দুর্বল হচ্ছে কালীঘাট শিবির, মাঠে নেই
কর্মী-সমর্থকরা। একা হওয়ার ফলেই এই
সিদ্ধান্ত।

এখনই ফ্লোর টেস্ট হলে বিজেপি ২৭৫! বিরোধীদের চ্যালেঞ্জ শুভেন্দুর

নয়া জামানা : হাতে ২০৯, ফ্লোর টেস্ট হলে
সেই সংখ্যাই গিয়ে দাঁড়াবে ২৭৫-এ। বিজয়া
দশমীর দিনই বিরোধীদের চ্যালেঞ্জ ছুড়লেন মুখ
্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেই সঙ্গেই প্রধান
বিরোধী শিবিরকে খোঁচা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ইস্তিত,
এক শিবিরের ৬৪ জন তো হাত তোলার জন্য
বসে আছে। যা নিয়ে নতুন করে জল্পনাও তৈরি
হল। ফলে দুর্গাপূজো শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে
বুধবার মুখ্যমন্ত্রী কার্যত রাজনীতির লড়াইয়ের
ময়দানে বিরোধীদের নামিয়ে দিলেন। যা নিয়ে
পাল্টা জবাবও দিয়েছে বিরোধীরা। সিপিএমের
দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর এই কথা ধরেই বিরোধী দলের
নামে মামলা করবে। কালীঘাট তৃণমূল বলেছে,
তারা প্রথম থেকেই এই কথা বলে আসছিল।
মুখ্যমন্ত্রী নিজেই সেই ইস্তিত দিয়ে দিলেন।
বিরোধী দলনেতা স্বতন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের
শিবির এই নিয়ে কোনও বিতর্কে যেতে চায়নি।
তাদের বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রী কেন এমন কথা
বললেন, তা তিনিই বলতে পারবেন। এই
সংক্রান্ত কোনও ব্যাখ্যা তাদের কাছে নেই।
শুভেন্দু বলেন, টক-শোয়ের এক বিজ্ঞ-জ্ঞানী
তো বলেছিলেন বিজেপি ১৫০ আসনে লড়ছে।
বিজেপি তো ২০৯ হয়ে গিয়েছে। এখন
বিধানসভায় ফ্লোর টেস্ট হলে ২৭৫ জন সমর্থন
দেবে। তৃণমূলে ভাঙনের পর থেকেই বিজেপির
দিকে আঙুল উঠছিল। যদিও স্বতন্ত্র শিবির
সেসব অভিযোগ নাকচ করে মূলত অভিষেক
বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে বলেছিল দল
ভেঙে বেরিয়ে আসার সেটাই আসল কারণ।
সঙ্গে দাবি করেছিল তারা আসল তৃণমূল। ৬৫
জন বিধায়ক তাদের শিবিরে আছেন। এদিন
মুখ্যমন্ত্রী কার্যত সেই সংখ্যাই উল্লেখ করেন।
বরানগরে গিয়ে বুধবার বামদের স্টল নিয়ে
প্রশ্নের জবাবে বিরোধীদের খোঁচা দেন মুখ্যমন্ত্রী।



সেখানেই একযোগে সংখ্যার হিসাব দেখিয়ে
ফ্লোর টেস্টের কথা বলেন সিপিএমের শতরূপ
ঘোষ মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতেই
স্বতন্ত্রদের বিরুদ্ধে মামলা করার ঘঁশিয়ারি দেন।
তাঁর কথায়, তবে কথা আমরা প্রথম থেকে বলে
আসছিলাম মুখ্যমন্ত্রী সেই কথা নিজে বলে
দিলেন। বিজেপির বকলস পরানো বিরোধী
দলের বিরুদ্ধে আমরা মামলা করব। তাতে মুখ
্যমন্ত্রীর বলা এই কথা রেফারেন্স হিসাবে থাকবে।
আমাদেরই সুবিধা হবে তাতে। বিরোধী দল যে
বিজেপির কথাতোই চলাচ্ছে সেটাই মুখ্যমন্ত্রী
প্রমাণ করে দিয়েছেন। দ স্বতন্ত্র তৃণমূলের
বিধায়ক আখরুজ্জামান এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে
কিছুটা অস্বস্তিতে পড়েছেন। তাঁর কথায়, মুখ
্যমন্ত্রী কেন এ কথা বললেন তা তিনিই বলতে
পারবেন। আমাদের পক্ষে আচমকা এই কথার
ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব না। আমাদের সঙ্গে
বিজেপির কোনও সম্পর্ক নেই। আমরা
নিজেদের দায়বদ্ধতা থেকে কালীঘাট শিবির

থেকে বেরিয়ে এসেছি। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বলা
কথার যুক্তি বা ব্যাখ্যা তিনি নিজেই দিতে
পারবেন। এদিকে স্বতন্ত্র শিবিরকে ‘বালিশ চাটা
বিজেপির দালাল’ বলে তোপ দেগেছে কালীঘাট
শিবির। তাদের বিধায়ক কুণাল ঘোষের বক্তব্য,
এই বালিশ চাটা শিবির বিজেপির দালাল
বিজেপির বিরোধী ভোটে জিতলেও মুখ্যমন্ত্রী
জানেন এর প্রত্যেক বিধায়ক বিজেপির কাছে
বিকিয়ে গেছে। মুখ্যমন্ত্রী জানেন বলেই
বলেছেন। উনি ওঁদের বিজেপিই ধরছেন। ওই
বিধায়কদেরই এবার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। দ
ইতিমধ্যে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই
শিবিরের সামনে সময়সীমা রেখে বলেছিলেন
ফিরে আসার শেষ সুযোগ দিচ্ছেন। তারই
প্রেক্ষিতে কুণালের মন্তব্যে এই প্রসঙ্গ আসে।
মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁর পাল্টা চ্যালেঞ্জ, মুখ্যমন্ত্রীকে
চ্যালেঞ্জ করছি একটা সিক্রেট ব্যালট ফ্লোর টেস্ট
করুন। তাহলে তাঁর ফ্লোর টেস্টের শখ মিটে
যাবে।

মীরজাফর রাহুল গান্ধী

মার্কিন সংবাদমাধ্যমের বিস্ফোরক রিপোর্ট ঘিরে কংগ্রেস-বিজেপি ধুন্ধুমার

ভারতে এসআইআরে তথাকথিত অনিয়মের
অভিযোগে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ
কুমারের বিরুদ্ধে যখন আন্দোলন অব্যাহত,
সেই একই সময়ে ফ্রান্সে হিংসাত্মক বিক্ষোভ
চলছে। এই দুই আন্দোলনের মধ্যে যোগসূত্র
রয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে মার্কিন
সংবাদমাধ্যম ফক্স নিউজের বিস্ফোরক
প্রতিবেদনে। বিষয়টি সামনে আসতেই
কংগ্রেসকে লাগামছাড়া আক্রমণ শুরু করেছে
বিজেপি। পাল্টা তোপ দাগছে

কংগ্রেসও। ফক্স নিউজ ডিজিটালের
প্রতিবেদনে ভারত, ফ্রান্স, ইটালি-সহ বিশ্বের
১৩টি দেশে ১০১টি এমন সংগঠনকে শনাক্ত
করা হয়েছে, যারা বিক্ষোভের সমন্বয়,
আয়োজন বা প্রসারে ভূমিকা রাখছে। এই
অনুসন্ধানের ভিত্তিতে ফ্রান্সের অস্থিরতার
সঙ্গে ভারত-সহ অন্যান্য দেশে তরুণদের
নেতৃত্বে হওয়া বিক্ষোভগুলির যোগসূত্র টানা
হয়েছে। মার্কিন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে
‘ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্স প্যারিস’ (আইএপি)

নামের একটি গ্রুপকে চিহ্নিত করা হয়েছে।
ফক্স নিউজের দাবি, ফ্রান্স ও ভারতের
বিক্ষোভের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছে এই
সংগঠনটি। ফক্স নিউজের প্রতিবেদনে আরও
দাবি করা হয়েছে, বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন,
ছাত্র-যুব সংগঠনের পাশাপাশি কমিউনিস্ট,
সমাজতান্ত্রিক, ধর্মীয় মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলির
তথাকথিত ‘রেড-গ্রিন নেটওয়ার্ক’ বিভিন্ন
দেশে সাম্প্রতিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত
রয়েছে। আঙুল তোলা হয়েছে, নিউ ইয়র্ক ও

শাংহাই-ভিত্তিক ধনকুবের নেভিল রয়
সিংহমের অর্থপুস্ত্র বামপন্থী নেটওয়ার্ক এবং
‘প্রগ্রেসিভ ইন্টারন্যাশনাল’ নামে সংগঠনের
দিকেও বিষয়টিকে সামনে রেখে আসরে
নেমেছে বিজেপি।
বৃহস্পতিবার গেরুয়া দলটি দাবি করেছে, এই
প্রতিবেদনটি কংগ্রেসের ঔনরাজ্য ও
শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের ষড়যন্ত্রদ ফাঁস করে
দিয়েছে। এইসঙ্গে রাহুল গান্ধীকে তাদ্দারদ
(বিশ্বাসঘাতক) বলে অভিহিত করেছে তারা।

কংগ্রেসকে আক্রমণ করে বিজেপির মুখপাত্র
গৌরব ভাটিয়া বলেছেন, তীব্রবিরোধী দলনেতা
রাহুল গান্ধী দেশের সামনে নৈরাজ্য ও
‘গদারির’ (বিশ্বাসঘাতকতার) এক দৃষ্টান্ত
তুলে ধরছেন।
গৌরব আরও বলেন, আজ একটি
সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনে
বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে, কীভাবে
বিশ্বাসঘাতকতার এই কথিত যোগসূত্রগুলো
বিদেশি সংস্থালোর সঙ্গে যুক্ত।





২২ অক্টোবর ১১ ২০২৬



নয়া জামানা

দেশের ৬ বিখ্যাত

নিষিদ্ধপল্লির অজানা কাহিনী!



যৌনপল্লি সম্পর্কে ধারণা বোধহয় খুবই একপেশে। এমন এক অঞ্চল যেখানে বিক্রি হয় শরীর, যেখানে বিক্রিয়ে যায় ভালবাসা। এমন একটি জায়গা যেখানে খুঁজে পাওয়া যায় না কোনও সম্পর্ক। থেকে যায় শুধু হতাশা। যৌনপল্লিতে এটাই যেন বিধান! এমনটাই যেন হয়! যৌনপল্লি সম্পর্কে ধারণা বোধহয় খুবই একপেশে। এমন এক অঞ্চল যেখানে বিক্রি হয় শরীর, যেখানে বিক্রিয়ে যায় ভালবাসা। এমন একটি জায়গা যেখানে খুঁজে পাওয়া যায় না কোনও সম্পর্ক। থেকে যায় শুধু হতাশা। যৌনপল্লিতে এটাই যেন বিধান! এমনটাই যেন হয়! কিন্তু এর বাইরেও এই যৌনপল্লির মানুষের একটা অন্য জীবন আছে। আছে এক অজানা গল্প। যা আমার আপনার অজানা। এমনই কিছু বিষয় রইল এই প্রতিবেদনে যা যৌনপল্লি সম্পর্কে আপনার চিরাচরিত ভাবনাকে বদলে দেবে।

১. সোনাগাছি, কলকাতা

ভারতের সবচেয়ে বিখ্যাত এবং বড় এই যৌনপল্লিতে ১১০০০ জন পতিতার বাস। দেহব্যবসাই পেটের ভাত যোগায় এই মহিলাদের। কিন্তু এই সোনাগাছির প্রেক্ষাপটেই তৈরি হয়েছে অস্কার পাওয়া ডকুমেন্টরি 'বর্ন ইনটু ব্রথেল'।

২. কামাতিপুরা, মুম্বই

দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম এই নিষিদ্ধপল্লিতে নাকি একসময় দাউদ ইব্রাহিমের মতো কুখ্যাত ডনেরও আসা যাওয়া ছিল। এখানকার বাসিন্দারা যে শুধু দেহব্যবসার মাধ্যমেই জীবিকা নির্বাহ করেন তেমন নয়। এই এলাকায় রয়েছে একটি বিড়ি তৈরির কারখানা। এলাকার মহিলারাই এই কারখানায় কাজ করেন।

৩. বুধওয়ার পেথ, পুণে

সম্ভবত এটিই দেশের তৃতীয় বৃহত্তম নিষিদ্ধপল্লি। এখানকার দেহ ব্যবসায়ীরা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে একটি বই এবং যান্ত্রিক সরঞ্জামের হাব তৈরি করেছেন।

৪. মিরগঞ্জ, এলাহাবাদ

ভারতের সবচেয়ে ভয়ানক নিষিদ্ধপল্লি এই মিরগঞ্জ। শোনা যায়, এখানে নাকি যে মহিলারা পাচার হয়ে আসেন, তাঁদের ঠাই হয় এই যৌনপল্লিতে। সাধারণ মানুষেরা নাকি এই স্থানে আসতে ভয় পান। শোনা যায়, অদ্ভুত এক খারাপ লাগা ঘিরে রয়েছে এই নিষিদ্ধপল্লিকে। হাহাকার আর আতর্নাদই যেন এখানকার জীবন।

৫. জি.বি.রোড, দিল্লি

লোকালয়ের মাঝেই ঠায় দাড়িয়ে এই নিষিদ্ধপল্লি। উপরতলায় চলে দেহব্যবসা এবং একতলায় রয়েছে মার্কেট। রাস্তার দু'পাশেই সারিবদ্ধ ভাবে রয়েছে একাধিক বাড়ি যেখানে রমরমিয়ে চলে দেহব্যবসা। ৬. চতুর্ভুজস্থান, মুজাফ্ফরপুর

ছোট ছোট চৌকো ঘরে বেশ্যালায় গড়ে উঠেছে এই অঞ্চলে। এই ছোট ঘরগুলিই এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য।

যৌনপল্লি সম্পর্কে ধারণা বোধহয় খুবই একপেশে। এমন এক অঞ্চল যেখানে বিক্রি হয় শরীর, যেখানে বিক্রিয়ে যায় ভালবাসা। এমন একটি জায়গা যেখানে খুঁজে পাওয়া যায় না কোনও সম্পর্ক। থেকে যায় শুধু হতাশা। যৌনপল্লিতে এটাই যেন বিধান! এমনটাই যেন হয়!





২২ অক্টোবর ১১ ২০২৬

গঙ্গাপাড়ের গল্প

নয়া জামানা

বিপর্যস্ত চোরবাগানে দশমীতেও ‘অন্ধকারে’ ই প্রতিমা

বিপর্যস্ত চোরবাগানে দশমীতেও ‘অন্ধকারে’ ই প্রতিমা। সপ্তমীর সন্ধ্যায় পদপিষ্ট হয়ে প্রাণ হারান ১৯ জন। সেখানে এখনও মণ্ডপ ঘিরে রেখেছে পুলিশ। দশমীতেও আঁধারে ডুবে রইল মণ্ডপ। পূজো উদ্যোক্তাদের তরফে জানা গিয়েছে, বুধবার মণ্ডপে দেবীবরণ হয়নি। তবে প্রথা মেনে ঘট বিসর্জন হয়েছে। প্রতিমা নিরঞ্জন এখনও বাকি। কবে প্রতিমা নিরঞ্জন হবে, তার কোনও দিনক্ষণ এখনও স্থির হয়নি।

কারণ, আপাতত কলকাতা হাই কোর্টের সঙ্গে আলোচনা করে গঠিত সিট ঘটনার তদন্ত করছে। ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রতিনিধিরা পুরো ঘটনাটি খতিয়ে দেখবেন। সেই অনুযায়ী রিপোর্ট তৈরি করা হবে। তারপর পুলিশি ছাড়পত্র পেলে হবে প্রতিমা নিরঞ্জন। সবমিলিয়ে আপাতত চোরবাগান সর্বজনীন প্রতিমা নিরঞ্জন বিশ বাঁও জলে।

প্রসঙ্গত, চোরবাগানে সেদিন কীভাবে এই বিপর্যয়, মূলত তা খুঁজে বের করাই সিটের মূল দায়িত্ব। শুধু তাই নয়, নয়া এই কমিটিকে পুরো ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে। বিশেষ করে কোন সময়ে কোন জায়গায় ভয়াবহ এই ঘটনা ঘটল, তা যেমন খতিয়ে দেখবেন



কমিটির সদস্যরা। একইভাবে ওই মণ্ডপে কত লোক ধরার ক্ষমতা ছিল, তার থেকে বেশি লোক ছিল কি না তা খতিয়ে দেখবে। শুধু তাই নয়, বিপর্যয়কে ঘিরে একাধিক তথ্য সামনে আসছে। কোন অংশের দাবি

বৃষ্টির জেরে নাকি এই ঘটনা, এমনকী ঘটনার দিন মণ্ডপ ভেঙে পড়ার একটা গুজবও ছড়িয়ে পড়েছিল। নেপথ্যে কী? তাও এই কমিটি খুঁজে বের করবে বলে জানা গিয়েছে। বলে রাখা প্রয়োজন, চোরবাগানের ঘটনায় জিরো টলারেন্সের

বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ঘটনায় জড়িতদের কাউকে যে রেয়াত করা হবে না তা ইতিমধ্যে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। এজন্য পৃথক ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমও গঠন করা হয়েছে। যেখানে কলকাতা পুলিশ, পুরসভাকে রাখা হয়নি।

নিউটাউনের ঝুলন্ত রেস্টুরায় আগুন!

নিউটাউনের ঝুলন্ত রেস্টুরায় আগুন! ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে যায় দমকলের একাধিক ইঞ্জিন। একেবারে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়। এদিকে ঘটনার সময় ওই রেস্টুরায় অন্তত ৫০ জন ছিলেন বলে জানা যায়। তাঁদের দ্রুত উদ্ধার করে দমকল এবং পুলিশের আধিকারিকরা। ফলে বড়সড় বিপদ এড়ানো সম্ভব হয়।

কিন্তু কীভাবে এই অগ্নিকাণ্ড তা স্পষ্ট নয়। প্রাথমিক অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকে এই আগুন লাগতে পারে। যদিও তা নিশ্চিত হতে শুরু হয়েছে ঘটনার তদন্ত। শুধু তাই নয়, সিকিউরিটি অডিটের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। মমতা সরকারের আমলে নিউটাউন-রাজারহাট তৈরি হয় বিশ্ব বাংলা গেট। সেখানেই ঝুলন্ত ওই রেস্টুরা। পূজোর কটা দিন ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। এমনকী আজ, বুধবারও সকাল থেকে রেস্টুরায় ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

এরমধ্যেই হঠাৎ করে রেস্টুরার নিচের দিকে আগুন বেরতে দেখা যায়। মুহূর্তে কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় চারপাশ। ঘটনার সময় ঝুলন্ত ওই রেস্টুরায় কর্মী-সহ প্রায় ৫০ জন ছিলেন বলে জানা যায়।

রীতিমতো আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তবে ঘটনার খবর পাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের ২টি ইঞ্জিন। নিরাপদে সবাইকে দ্রুত নিচে নামিয়ে আনা হয়। নিয়ন্ত্রণে আনা হয় আগুনও।

বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের কমিশনার রাঠোর অমিত কুমার ভারত জানান, তসাড়ে ডটা নাগাদ এই আগুন লাগে। দমকল এবং পুলিশ খুব দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে এই ঘটনার পরেই সিকিউরিটি অডিটের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে পুলিশ কর্তা জানান, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে পুরো বিষয়টির একটি সিকিউরিটি অডিট করা হয়। এদিকে ঘটনায় বেশ কিছুক্ষণ থমকে যায় ওই এলাকার যান চলাচল। ফলে তীব্র যানজট তৈরি হয়। যদিও এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক বলেই জানা গিয়েছে।

বিসর্জনের রাতে বাম-কংগ্রেস কার্যালয় ভাঙচুর

বিসর্জনের রাতে বাম-কংগ্রেস কার্যালয় ভাঙচুর। বুধবার রাতে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়াল রাজারহাটের বিষ্ণুপুর ২ নম্বর পঞ্চায়েতের বসিনা মণ্ডলপাড়া এলাকায়। সিপিএমের অভিযোগ, দশমীর দিন রাতের অন্ধকারে পার্টি অফিসে এই তাণ্ডব চালানো হয়। চেয়ার থেকে সিলিং পাখা, কিছু বাদ দেওয়া হয়নি। এই ঘটনার সঙ্গে বিজেপি যুক্ত বলে দাবি সিপিএমের।



যদিও তা উড়িয়ে দিয়েছেন রাজারহাট-নিউটাউনের বিজেপি বিধায়ক পীযুষ কানোড়িয়া। তাঁর পালাটা চ্যালেঞ্জ, দএকটা জায়গাতেও কেউ যদি দেখাতে পারেন যেখানে কোনও বিজেপি নেতৃত্ব গিয়ে ভাঙচুর করেছে, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব।

উৎসবের আবহে একের পর এক জায়গায় বামদলের স্টল ভাঙচুরের ঘটনা সামনে এসেছে। এমনকী বই মাটিতে ফেলে দেওয়ার মতো ঘটনাও ঘটেছে। এহেন ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তাল রাজ্য-রাজনীতি। এরমধ্যেই বুধবার রাতে বসিনা মণ্ডলপাড়া এলাকায় প্রথমে সিপিএম পার্টি অফিসে হামলার ঘটনা ঘটে। পরে কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে হামলা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনা

প্রসঙ্গে সিপিএম নেতা সপ্তর্ষি দেবের অভিযোগ, যে পার্টি কার্যালয়ে এই হামলার ঘটনা ঘটেছে, সেটি অনেক পুরানো। আগেও একাধিকবার দখলের চেষ্টা হয়েছে। ফের হামলার ঘটনায় বিজেপির দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন সপ্তর্ষি দেব। তাঁর কথায়, দতৃণমুলের ঐতিহ্য বহন করছে বিজেপি।

তারা ছাড়া এই কাজ কে করবে? অন্যদিকে দলের কার্যালয়ে হামলা প্রসঙ্গে স্থানীয় কংগ্রেস নেতা আব্দুল মোহিত বলেন, দসিসি ক্যামেরায় গোটা ঘটনা ধরা পড়েছে। দ তাঁর কথায়, ক্যামেরায় দেখা যাচ্ছে একাধিক ব্যক্তি মোটরবাইকে এসে দলীয় কার্যালয়ে হামলা চালায়। অফিসের জিনিসপত্র কিছু গোটা রাখা হয়নি বলে অভিযোগ কংগ্রেস

নেতার। তাঁর দাবি, পরিকল্পনা করেই বিজেপি এই ঘটনা ঘটিয়েছে। ইতিমধ্যে ঘটনার দোষীদের শাস্তি চেয়ে স্থানীয় থানায় অভিযোগ জানিয়েছে কংগ্রেস নেতৃত্ব। যদিও এই সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন রাজারহাট নিউ টাউনের বিজেপি বিধায়ক পীযুষ কানোড়িয়া। তিনি বলেন, দওদের কোনও অস্তিত্ব নেই, কোনও জায়গা নেই। শুধু প্রেস-মিডিয়ায় আসার জন্য নিজেরা নিজেরাই এই সমস্ত ঘটনা ঘটানো। বিজেপি বিধায়কের কথায়, এত বছর ধরে যুব সমাজকে শেষ করেছে এই মার্কসবাদ। প্রেসিডেন্সিতে চলে যান, দেখবেন গাঁজা, ফেসিডিল ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু বাংলার মানুষ পরিবর্তন এনেছে।

লোকসভার অধ্যক্ষের কাছে ফের সময় চাইল সুদীপ-কাকলিরা

লোকসভার অধ্যক্ষের কাছে ফের সময় চাইল সুদীপ-কাকলিরা, ৩ নভেম্বর পর্যন্ত অধ্যক্ষের কাছে সময় চেয়েছেন সাংসদ কাকলি ঘোষদস্তিদার-সহ ২০ জন সাংসদ। এর আগে ২০ অক্টোবর পর্যন্ত সময় দিয়েছিলেন অধ্যক্ষ। তারপরও ওই সাংসদের কাছে কোনও উত্তর নেই। এই নিয়ে চতুর্থবার সময় চাইলেন সুদীপ-কাকলিরা। প্রথমে লোকসভার স্পিকার এম বিড়লার তরফে বলে দেওয়া হয়েছিল ৮ অক্টোবরই জবাব দেওয়ার শেষ দিন। গত ২২ সেপ্টেম্বর অধ্যক্ষের দপ্তরের তরফে ৮ অক্টোবরের ডেডলাইন দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারপরও ‘ডেডলাইন’ মানতে পারেননি তাঁরা। ফের ২ সপ্তাহ সময় চাওয়া হয়। গত ৮ অক্টোবর সময় চেয়ে অধ্যক্ষের দপ্তরে ই-মেল করা হয় সুদীপদের তরফে। সুপ্রিম কোর্ট এই সংক্রান্ত মামলায় এক মাস সময় দিয়েছে এনসিপিআই সাংসদদের। তার মধ্যে দিতে হবে জবাব। ২০ অক্টোবর সেই সময় শেষ হওয়ার পরও সময় চাইতে হল ওই ২০ জন সাংসদকে। তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে জয়ী হওয়া ২০ জন সাংসদ এনসিপিআই-তে যোগ দেওয়ায় তাঁদের প্রত্যেকের সাংসদ পদ খ



লোকসভার অধ্যক্ষের কাছে ফের সময় চাইল সুদীপ-কাকলিরা, ৩ নভেম্বর পর্যন্ত অধ্যক্ষের কাছে সময় চেয়েছেন সাংসদ কাকলি ঘোষদস্তিদার-সহ ২০ জন সাংসদ। এর আগে ২০ অক্টোবর পর্যন্ত সময় দিয়েছিলেন অধ্যক্ষ। তারপরও ওই সাংসদের কাছে কোনও উত্তর নেই। এই নিয়ে চতুর্থবার সময় চাইলেন সুদীপ-কাকলিরা।

ারিজের দাবি জানিয়ে অধ্যক্ষ ওম বিড়লাকে ২০টি পৃথক চিঠি দিয়েছিলেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই ইস্যুতে মামলাও হয় সুপ্রিম কোর্টে। সেই মামলায় শীর্ষ

আদালত অধ্যক্ষকে সময় বৈধে না দিলেও প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বৈধ স্পষ্ট জানায়, গোটা বিষয়টিতে স্পিকারের পদক্ষেপ নজরদারিতে রাখবে কোর্ট।

সম্পাদকীয়

২২ অক্টোবর ২০২৬ ১১ বৃহস্পতিবার

পুষ্টি, নাকি প্রলোভন?

একটি ছোট্ট প্যাকেট। গায়ে বকবাকে অক্ষরে লেখা ১-রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে, দ্রুত শারীরিক বৃদ্ধি ঘটায়, সহজে হজম হয়। পাশে হাসিমুখের শিশু। বিজ্ঞাপনের ভাষায় যেন নিশ্চয়তার সিলমোহর। বাবা-মায়ের কাছে বার্তা একটাই-এই খাবারই বুঝি সন্তানের জন্য আরও ভালো, আরও নিরাপদ, আরও পুষ্টিকর। কিন্তু সেই নিশ্চয়তার ভিত্তি যদি বিজ্ঞাপনের ভাষা হয় আর তার পেছনে যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রমাণ না থাকে তাহলে প্রশ্ন উঠবেই-পুষ্টির নামে আমরা কি তবে বিশ্বাসই কিনছি? এই প্রশ্নটিই নতুন করে সামনে এনে দিয়েছে ভারতের খাদ্য সুরক্ষা ও মান নির্ধারণ কর্তৃপক্ষের সাম্প্রতিক পদক্ষেপ শিশুখাদ্য ও পুষ্টির পানীয়ের প্যাকেট এবং বিজ্ঞাপনে বিভ্রান্তিকর ও অননুমোদিত স্বাস্থ্যসংক্রান্ত দাবি করার অভিযোগে নেসলে ইন্ডিয়া এবং জাইডাস ওয়েলনেসকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে এফএসএসএআই। একইসঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় শিশুখাদ্য বা ইনফ্যান্ট ফর্মুলার প্রচারের অভিযোগে এক সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারকেও নোটিশ দেওয়া হয়েছে। ঘটনাটি নিছক কোনও কোম্পানিকে নোটিশ দেওয়ার খবর নয়। এর ভিতরে রয়েছে আরও বড় একটি প্রশ্ন-খাদ্যপণ্যের বিজ্ঞাপনে কতটা বলা যাবে? আর কোথায় গিয়ে শেষ হবে বিজ্ঞাপনের স্বাধীনতা, শুরু হবে ভোক্তাকে বিভ্রান্ত করার দায়? এফএসএসএআই নেসলে ইন্ডিয়ার 'ন্যান এক্সেল্লা প্রো ১' এবং 'ল্যাকটোজেন প্রো ১ পাউডার'-এর মোড়কে করা বিভিন্ন স্বাস্থ্যসংক্রান্ত দাবির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি জানতে চেয়েছে। অভিযোগের কেন্দ্রে রয়েছে 'ন্যান এক্সেল্লা প্রো'-র প্যাকেটে পাঁচটি এইচএমও শরীরের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এমন দাবি। নিয়ামক সংস্থার পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, এ ধরনের শারীরিক সুবিধার দাবি সংশ্লিষ্ট খাদ্য সুরক্ষা বিধির অধীনে অননুমোদিত নয়। একইসঙ্গে ছই প্রোটিন সহজে হজমযোগ্য নেসলের এই দাবির পক্ষেও যথাযথ বৈজ্ঞানিক প্রমাণ চাওয়া হয়েছে। অন্যদিকে জাইডাস ওয়েলনেসের জনপ্রিয় পানীয় 'কমপ্ল্যান'-এর বিজ্ঞাপনে 'দু'গুণ দ্রুত শারীরিক বৃদ্ধি'র দাবি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে নিয়ামক সংস্থা। এফএসএসএআই এই দাবিকে বিভ্রান্তিকর বলে উল্লেখ করেছে এবং তার পক্ষে প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক নথি জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছে। থানেই সমস্যার গভীরতা। বিজ্ঞাপনের দুনিয়ায় শব্দের জাদু বড় শক্তিশালী। 'দু'গুণ দ্রুত', 'ইমিউনিটি', 'সহজে হজম', 'শক্তিশালী বৃদ্ধি' এই শব্দগুলি পণ্যের গুণমানের চেয়েও দ্রুত ক্রেতার মনে প্রভাব ফেলে। বিশেষ করে যখন বিষয়টি শিশুর স্বাস্থ্য, তখন অভিভাবকের আবেগকে প্রভাবিত করা আরও সহজ। সন্তানকে একটু বেশি ভালো রাখার আশায় বাবা-মা বাড়তি দাম দিতেও প্রস্তুত থাকেন। সেই জায়গায় বিজ্ঞাপনের একটি অতিরঞ্জিত দাবি শুধু বিপণনের কৌশল নয় তা ভোক্তার সিদ্ধান্তকেও প্রভাবিত করতে পারে। তাহলে এটাও মনে রাখা জরুরি কারণ দর্শানোর নোটিশ মানেই কোনও সংস্থা দোষী প্রমাণিত হয়েছে, এমন নয়। সংশ্লিষ্ট সংস্থার বক্তব্য শোনা, তাদের পেশ করা বৈজ্ঞানিক নথি যাচাই করা এবং তারপর সিদ্ধান্ত নেওয়াই নিয়ামক সংস্থার স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। নেসলে ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকেও জানানো হয়েছে, গত ১৮ সেপ্টেম্বর লেবেল সংক্রান্ত পোস্টে এফএসএসএআই যে বিষয়গুলি তুলেছিল, সাম্প্রতিক নোটিশে মূলত তারই পুনরাবৃত্তি হয়েছে এবং সংস্থা ইতোমধ্যে নিয়ামক কর্তৃপক্ষের কাছে বিস্তারিত উত্তর জমা দিয়েছে। কিন্তু এই বিতর্কে একটি বিষয় একেবারেই স্পষ্ট-শিশুর খাবার আর সাধারণ ভোগ্যপণ্য এক নয়। এখানে বিজ্ঞাপনের ভাষার প্রতিটি শব্দের সঙ্গে বাড়তি দায়িত্ব জড়িয়ে থাকে। কোনও দাবি করলে তার পেছনে থাকতে হবে শক্ত বৈজ্ঞানিক ভিত্তি। কোনও উপাদান সম্পর্কে বিশেষ স্বাস্থ্যগত সুবিধার কথা বললে তার প্রমাণ থাকতে হবে।

কাঁথি কিশোরনগর গড়ের দুর্গাপূজোর একাল সেকাল ও তার ইতিহাস

সুমিত্রা সাউ গিরি
কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর



স্থানীয় ইতিহাস ও লোকশ্রুতি অনুযায়ী পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি শহরের কিশোরনগর গড়ের রাজবাড়ির দুর্গাপূজো প্রায় তিনশো বছরের বেশি পুরোনো। ১৭২০ সালে রাজা যাদবরাম রায় দেবীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে এই পূজোর প্রচলন করেন। এখানে দেবী স্বর্ণদুর্গা নামে পরিচিতা ও পূজিতা। আমার বাড়ি কাঁথি শহরের কিশোর নগরেই। রোজ সকালে হাটতে গিয়ে মায়ের মন্দির দর্শন করি, প্রণাম করি। আমার অভিজ্ঞতা থেকেই লিখছি আর কিছুটা কথিত ইতিহাস থেকে জানা।

মহালায়া থেকেই এখানে ঘট উত্তোলন প্রতিদনই হয় এবং এ ঘট মন্দিরের একপাশে রেখে পূজো করা হয়। দুর্গাপূজোর ষষ্ঠীতে বিশেষ নিয়ম মেনেই মায়ের বোধন, মাকে গহনা পরানো ইত্যাদি ইত্যাদি হয়ে থাকে। আর সপ্তমীতে সকাল মানে এখানে অন্যরকম এক আয়োজন। সপ্তমীর দিন সকালে নবপত্রিকার স্নান হয় বিশেষ এক নিয়মেই। হাজার হাজার মানুষের ভিড় তখন সে এক আলাদা অনুভূতি। এ ভাঙা ঘটের ঢুকরো, ঘটের জল, আতপ চাল কুড়ানোর জন্য মানুষ প্রস্তুত থাকেন। ওগুলো ভীষণ শুভদায়ক কথিত রয়েছে। আর অষ্টমী নবমী মানেই মানুষের চল নামে। অষ্টমীতে অঞ্জলি দেওয়ার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে ভোররাত থেকেই মানুষের সমাগম ঘটে এই ঐতিহাসিক পূজোয়। কত লোক আসেন তার কোন ইয়ান্তা নেই। দুদিন ধরেই চলে অঞ্জলি। এই দুর্গোৎসবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল পূজোকে কেন্দ্র করে কিশোরনগর রাজবাড়ীর প্রাচীন চত্বরে মেলায় আয়োজন করা হয়। আখের মেলা এবং শাঁখা ও শঙ্খের দোকান অন্যতম। আশেপাশের এলাকায় আখচাষীরা এবং শাঁখারীরা আসেন। ঠাকুর দর্শনে যারাই আসেন বাড়ি ফেরার সময় আগে নিয়েই ফেরেন। এখানকার ভোগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো ছোট্ট মাটির পাত্রে বিশেষ এক মিষ্টি ঠাকুরকে দেওয়া হয় সেই ভোগ টিকিট কেটে কিনতে হয়।

কাঁথি শহর মানে ঐতিহ্যবাহী প্রাচীনতম গড়ের রাজবাড়ি রাজবাড়ির পূজো হলেও এই পূজো বর্তমানে আমাদের সবার শোনা যায় যে বেশ কয়েক বছর আগেও এই গড়ের দুর্গা মায়ের বিসর্জন না হওয়া পর্যন্ত অন্য কোন দুর্গা প্রতিমার বিসর্জন হতো না। কিশোরনগর গড়ে অন্যান্য হতে এটা রাজবাড়ীর শক্তি আরাধনা রঙ্গ ছিল কিন্তু বহু বছর আগে এক মর্মান্তিক



ঘটনার পর থেকে এই প্রথা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। কথিত রয়েছে বলির মহিষ ও খাঁড়া সহ ছুটে পালিয়ে যায়, আবার কেউ কেউ বলেন এক ভয়াবহ বন্যায় রাজবাড়ীর গোয়ালঘর ভেঙ্গে পড়ে আর বলির জন্য রাখা মহিষটি দেওয়াল চাপা পড়ে মারা যায়। অশুভ ইঙ্গিত মনে করেন রাজপরিবার সহ গর্ষমবাসী। তারপর থেকে রাজ পরিবার সিদ্ধান্ত নেয় আর কোনদিন পশু বলি দেবেন না। অস্ত্রশস্ত্র এখনো আছে এখনো পূজা হয়। বলি বন্ধ হয়ে গেলেও সেই বিশাল খাঁড়া, তলোয়ার সবই নাট মন্দিরের রাখা আছে সেগুলো পূজোর সময় বের করে তেল সিঁদুর দিয়ে পূজা করার নিয়ম আছে, থেকে অস্ত্র পূজা বলা হয়। পশুপলির পরিবর্তে এখন চাল কুমড়া, আখ, কলাগাছ ইত্যাদি বলি দেওয়া হয়। এই ঐতিহাসিক দুর্গা পূজোকে ঘিরে সবচেয়ে প্রচলিত অলৌকিক কাহিনিটি হলো মশাগাঁ খালের। এক দুর্যোগের রাতে দেবী বোড়শী কিশোরী রূপে খালের ধারে

আসেন রাজবাড়ি যাবেন বলে। মাঝিরা খোয়া বন্ধ করে দিলেও, নরোত্তম বর নামে এক জেলে তাঁকে নৌকায় করে পার করে দেন। সেই রাতেই দেবী নরোত্তমকে স্বপ্নে বলেন রাজবাড়িতে চণ্ডীমঙ্গল পাঠ করতে। নরোত্তম রাজার কাছে গেলে রাজা প্রথমে তাঁকে তাড়িয়ে দেন। কিন্তু নরোত্তম মন্দিরের পশ্চিম দিকে বসে পাঠ শুরু করতেই বিকট শব্দে মন্দিরের পশ্চিম দেওয়ালে ফাটল ধরে এবং দেবীর ঘট নিজে থেকেই পশ্চিমমুখী হয়ে যায়। এই পূজোতে এমন কিছু জিনিস আছে যা বাংলার আর কোথাও দেখা যায় না। ১) পশ্চিমমুখী ঘট সাধারণত দুর্গাপূজার ঘট পূর্বমুখী হয়। কিন্তু এখানে আজও সেই ঘটের জল সিদ্ধেশ্বরী শিব মন্দিরে ঢালা হয়। পশ্চিমমুখী করেই বসানো হয়। কেউ আর পূর্বমুখী করার সাহস করেননি। ২) পঞ্চমুণ্ডির আসনে পূজা -রাজবাড়ির ঠাকুরদালানে পঞ্চমুণ্ডির আসনের উপর দেবীর পূজা হয়।

সবাই ফিরে আসেন। জৌলুস কমেছে, কিন্তু নিয়ম-নিষ্ঠা একই আছে কাঁথির কিশোরনগর রাজবাড়ির দুর্গাপূজা শুধু একটি পূজা নয়, এটি আমাদের কাঁথির ইতিহাস, আমাদের গর্ব। যেখানে থিমের চাকচিক্য নেই, আছে বিশ্বাস, অস্তরের ভক্তি আর মিলনের বার্তা। যেখানে আড়ম্বর নেই, আছে ৩০০ বছরের পরম্পরা। কিশোরনগর সহ পুরো কাঁথি শহর এবং আশেপাশের এলাকার মানুষজনও আনন্দে ভক্তিতে এই উৎসবে মেতে মেতে ওঠেন। দশমীর দিন স্বর্ন দুর্গা রাজপরিবার মন্দিরে ঘিরে যান ক্যাড্ডেল পাড়ে ঘট বিসর্জন দেওয়ার আগে ও পরে এ ঘটের জল সিদ্ধেশ্বরী শিব মন্দিরে ঢালা হয়। বাবার অনুমতি নেওয়া হয়, মা পৌঁছেছেন কিনা বিশেষ ভাবে ইঙ্গিত পান পুরোহিতরা। তারপর দেবী মূর্তির বিসর্জন। গর্ষমবাসীসহ সারা শহর অপেক্ষায় থাকেন আবার কবে মা আসবেন মণ্ডপে।



২২ অক্টোবর ১১ ২০২৬

বাংলা

নয়া জামানা

৪০০ বছরের প্রাচীন রীতি!

সিঁদুরখেলা নয়, বাঁকুড়ার বৈতলে দশমীতে হয় কাদাখেলা

রাখি গরাই, নয়া জামানা, বাঁকুড়া : ৪০০ বছরের প্রাচীন কাদাখেলা! বাঁকুড়ার বৈতলে সিঁদুরখেলা নয়, দশমীতে জমে ওঠে ব্যতিক্রমী বিজয়া উৎসব। বিজয়া দশমী মানেই সাধারণত মনখারাপের সুর আর সিঁদুরখেলায় মেতে ওঠার চিত্রাচারিত দৃশ্য। তবে এই প্রথাগত ধারার বাহিরে গিয়ে বাঁকুড়ার জয়পুর ব্লকের বৈতল গ্রামে পালিত হয় এক সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী উৎসব। এখানে সিঁদুর খেলার বদলে বিগত চারশো বছর ধরে দশমীর দিন কাদাখেলায় মেতে ওঠেন আট থেকে আশি বয়সি সমস্ত মানুষ। শতাব্দীপ্রাচীন এই লোকচাচরে আজও এতটুকু ভাটা পড়েনি। ইতিহাস ও জনশ্রুতি অনুযায়ী, প্রায় চারশো বছর আগে মল্লরাজ দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ কোনও এক যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে বৈতল গ্রামের বগড়াই ভঞ্জনীদেবীর মন্দিরে পূজো দেন। পরবর্তীতে দেবীর আশীর্বাদে সেই যুদ্ধে জয়লাভ করে রাজধানীতে ফেরার সময় তিনি ও তাঁর পুরো সৈন্যবাহিনী ফের ওই মন্দিরের সামনে এসে উপস্থিত হন। এরপর মন্দিরে পূজো দিয়ে বিজয়ের আনন্দে মেতে ওঠেন সকলে। সেই সময় মন্দিরের সামনের মাঠে কাদা মেখে বিজয়াৎসব পালন



করেছিলেন মল্লরাজার সৈনিকেরা। আর সেই ঐতিহাসিক বিজয়া দশমীর দিন থেকেই এই কাদাখেলার অভিনব প্রথা চলে আসছে। সময়ের পালাবদলে মল্ল রাজত্ব হারিয়ে গেলেও বৈতলের বগড়াই ভঞ্জনী মন্দির আজও তার প্রাচীন ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছে। এই উত্তরমুখী মন্দিরে দেবী চণ্ডী রূপে পূজিতা হন। এখানকার কষ্টিপাথরের অষ্টধাতুর প্রতিমার রূপও বেশ আলাদা, যেখানে দেবীর এক পা সিংহের উপর এবং অন্য পা হাতির উপর স্থাপিত। মন্দিরে প্রতিদিন নিয়ম মেনে নিত্যপূজা হয় এবং দেবীকে আমিষ ভোগ নিবেদন করা হয়। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী, বর্তমান সময়েও দশমীর দিন মন্দিরপ্রাঙ্গণে

বিশেষভাবে মাটির বাঁধ তৈরি করা হয়। এরপর স্থানীয় সাতটি পুকুর থেকে পাম্পের সাহায্যে জল এনে সেই চত্বর হাটুসমান জলে ভরিয়ে তোলা হয়। দুপুরে বৈতল সহ আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম থেকে হাজার হাজার মানুষ সেখানে জড়ো হন। দেবীকে প্রণাম জানানোর পরেই শুরু হয় বাঁধাঙা কাদাখেলা। নিয়ম মেনে বিকেলে হিজলডিহা গ্রামের বকশি পরিবারের কোনো এক সদস্য এসে ওই মাটির বাঁধ কেটে জল বার করে দেন, যার মাধ্যমেই এই ঐতিহ্যবাহী কাদাখেলার আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটে। আধুনিকতার ছোঁয়া লাগলেও বৈতলের এই প্রাচীন লোকসংস্কৃতি আজও সগৌরবে টিকে রয়েছে।

ভুয়ো ভিডিও কাণ্ডে গ্রেফতার ৩, বিদেশি যোগের আশঙ্কা পুলিশের

সাজাহান আলি, নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর : ভুয়ো ভিডিও ছড়ানোর অভিযোগে গ্রেফতার তিন, নেপথ্যে কি আন্তঃরাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্র? আসন্ন পূজের মুখে ভুয়ো ভিডিও ও মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে জনমানসে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অভিযোগে তিন যুবককে গ্রেফতার করল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম সুমন রায়, রেহান সরকার এবং সিদ্দিক আলী মিয়া।

এদের মধ্যে সুমন ও রেহানের বাড়ি কুমারগঞ্জ থানা এলাকায় এবং সিদ্দিক আলীর বাড়ি গঙ্গারামপুর থানা এলাকায়। বালুরঘাটে এক সাংবাদিক বৈঠকে কুমারগঞ্জ থানা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অভিষেক গুপ্তা এই চাঞ্চল্যকর তথ্য জানান। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতরা সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ভুয়ো



ভিডিও তৈরি করে সোশ্যাল মাধ্যমে ছড়াচ্ছিল। এর জেরে এলাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ও উত্তেজনা তৈরি হয়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, এই ঘটনার নেপথ্যে শুধু স্থানীয় যোগ নয়, পার্শ্ববর্তী দেশ বাংলাদেশসহ অন্য কোনো দেশের যোগ থাকতে পারে। ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে জেলা

পুলিশ সুপার এবং অন্যান্য শীর্ষ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে একটি উচ্চপর্যায় তদন্ত শুরু হয়েছে। এই ঘটনার জেরে কুমারগঞ্জ ও গঙ্গারামপুর সহ সমগ্র দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাজুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এই চক্রের সাথে আর কারা যুক্ত রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

মালদায় শট সার্কিটে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

নয়া জামানা, হরিশ্চন্দ্রপুর : মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লকের কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের লক্ষ্মীপুর গ্রামে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে দুটি পরিবারের বাড়ি সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত দুই ভাই হারাধন খোকদার ও পল্লব খোকদারের পরিবার এই দুর্ঘটনায় সর্বস্ব হারিয়ে সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়েছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বুধবার বিকেলে হারাধনের পরিবারের সদস্যরা চাঁচলে দশমীর মেলা দেখতে গিয়েছিলেন। সেই সময় সন্ধ্যা নাগাদ বাড়িতে আচমকা আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ভয়াবহ আকার ধারণ করে এবং পাশের বাড়িতেও ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিবেশীরা ছুটে এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা শুরু করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তুলসীহাটা দমকল কেন্দ্রে খবর



দেওয়া হয়। পরবর্তীতে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে দমকল পৌঁছানোর আগেই আগুন সব কিছু গ্রাস করে নেয়। আগুনে ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র, উৎপাদিত শস্য, গুরুত্বপূর্ণ আইনি কাগজপত্র ও নগদ টাকা সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়েছে। পরিবারের সদস্যরা পরনের

কাপড়টুকু ছাড়া আর কিছুই রক্ষা করতে পারেননি। প্রাথমিকভাবে বৈদ্যুতিক শট সার্কিট থেকেই এই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। পরপর এমন বিপর্যয়ে এই দুই দরিদ্র পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর জন্য স্থানীয় প্রশাসন ও সাধারণ মানুষের সাহায্যের আবেদন জানানো হয়েছে।

শতবর্ষের ঐতিহ্য মেনে ময়নাগুড়ির তিস্তা পারে পালিত হল দেবী ভান্ডারীর পূজো



নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি : ময়নাগুড়ির বার্নিশ গ্রাম পঞ্চায়েতের তিস্তা পারে একাদশী তিথিতে অত্যন্ত ভক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে উদ্‌যাপিত হল শতবর্ষের প্রাচীন মা ভান্ডারী বা ভান্ডারী পূজো। মল্লিক বংশের হাত ধরে শুরু হওয়া এই পারিবারিক পূজো বর্তমানে সর্বজনীন রূপ নিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দেবী দুর্গার মর্ত্য ছাড়ি কৈলাসে যাত্রার প্রাক্কালে একাদশী তিথিতে এখানে মা ভান্ডারী রূপে পূজিতা হন। ভক্তদের বিশ্বাস, তিনি সকল মানবকুলের ভান্ডারের অধিকর্তা এবং অত্যন্ত জাগ্রত দেবী। বাঘের ওপর আসীন দ্বিভুজা এই দেবীর চালচলিত্রে কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী ও সরস্বতী একসঙ্গে বিরাজ করেন। তিস্তার তীরবর্তী এই পূজোকে কেন্দ্র করে প্রতিবছর দূরদূরান্ত থেকে হাজার হাজার পুণ্যার্থী ও ভক্তদের সমাগম ঘটে। পূজো উপলক্ষে ঐতিহ্যবাহী বলি প্রথা পালনের পাশাপাশি প্রচুর ছাগ ও পায়রা বলি দেওয়া হয়, আবার অনেকে জীব উৎসর্গ করে মুক্ত করেও দেয়। একদিনের এই পূজো ও সংলগ্ন মেলা ঘিরে গোটা ময়নাগুড়ি এলাকা উৎসবমুখর হয়ে ওঠে। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশের পক্ষ থেকেও পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়।

ময়নাগুড়ির বার্নিশ গ্রাম পঞ্চায়েতের তিস্তা পারে একাদশী তিথিতে অত্যন্ত ভক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে উদ্‌যাপিত হল শতবর্ষের প্রাচীন মা ভান্ডারী বা ভান্ডারী পূজো।

NAYAN
নয়ন এন্টারপ্রাইজ

দুর্গাপূজার
খুশিতে দ্বিগুণ আনন্দ,
ই-রিম্মায়
৫০০০
টাকা ছাড়
অবিরত!

মাসিক
কিস্তিতে বাটারি
পাওয়া যায়

Nishal EV
by
Nayan Enterprise
ELECTRIC SCOOTER MANUFACTURER

Official Number
8927549704

Mr. Gupta
8016844492

এম. কে.রোড (শান্তি ভারতী পরিষদের বিপরীতে) মালদা



২২ অক্টোবর ১১ ২০২৬

বাংলা

নয়া জামানা

দশমীর রাতে রেললাইনের ধার থেকে উদ্ধার পরিয়ায়ী শ্রমিকের মৃতদেহ

নয়া জামানা, মালদাঃ দশমীর রাতে মালদার হবিবপুর থানার বুলবুলচাউ এলাকায় রেললাইনের ধার থেকে এক যুবকের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মৃত যুবকের নাম প্রণব হালদার (২৭)। তিনি বুলবুলচাউর জগন্নাথপুর এলাকার বাসিন্দা এবং পেশায় একজন পরিয়ায়ী শ্রমিক ছিলেন। প্রায় ৭, দশমীর রাতে প্রণবের ফের দিল্লি চলে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পরিবারের লোকজন তাঁকে কালীপূজার পর যাওয়ার অনুরোধ করেন। এই কথা নিয়ে পরিবারের সঙ্গে অভিমান করে তিনি রাগ করে বাড়ি থেকে কিছু বাসনপত্র নিয়ে বেরিয়ে যান। এরপর গভীর রাতে পরিবারের কাছে খবর আসে যে, বুলবুলচাউ রেল স্টেশন থেকে



প্রায় ২০০ মিটার দূরে রেললাইনের ধারে তাঁর ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। মৃতদেহের পাশেই তাঁর কিছু বাসনপত্র, জামাকাপড় এবং একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। খবর পেয়ে রেল পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। ট্রেন

দুর্ঘটনায় এই মৃত্যু হয়েছে নাকি এর পেছনে অন্য কোনো রহস্য রয়েছে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। পরিবার এই ঘটনার সঠিক ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছে। ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে রেল পুলিশ সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছে।

প্রতিমার রংয়ে দূষণের আশঙ্কা, নদী থেকে কাঠামো সরাতে তৎপর প্রশাসন

বসিরহাটঃ দুর্গাপূজার বিসর্জন পর্ব মিটেই নদীদূষণ রুখতে তৎপর প্রশাসন। প্রতিমার কাঠামো দীর্ঘদিন নদীর জলে পড়ে থাকলে রাসায়নিক রং, বার্নিশ ও অন্যান্য উপাদান থেকে জলদূষণের আশঙ্কা থাকে। ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে জলজ প্রাণীও। সেই কথা মাথায় রেখে বিসর্জনের পর দ্রুত প্রতিমার কাঠামো তুলে ফেলার কাজ শুরু হয়েছে বসিরহাট মহকুমার বিভিন্ন নদীর ঘাটে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই বসিরহাটের ইছামতি, টাকির ইছামতি, রায়মঙ্গল, কালিন্দী ও বিদ্যাধরী নদীর বিভিন্ন ঘাটে কাঠামো সরানোর কাজ শুরু হয়। বসিরহাট, টাকি ও বাদুড়িয়া পুরসভার কর্মীরা এই কাজে নেমেছেন।



বসিরহাট, টাকি ও বাদুড়িয়া পুরসভার কর্মীরা এই কাজে নেমেছেন। শ্রাশানঘাট, বোর্ডঘাট-সহ ইছামতির বিভিন্ন ঘাটে চলছে তৎপরতা। পাশাপাশি

হিসলগঞ্জের বাজারঘাট, হাড়োয়ার নাসিরহাট এবং সন্দেশখালি, মিনাখাঁ ও হাসনাবাদ এলাকার বিভিন্ন ঘাট থেকেও প্রতিমার কাঠামো সরানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের লক্ষ্য, বিসর্জনের পর নদীর জলে কাঠামো পড়ে থাকার সময় কমিয়ে জলজ বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতির আশঙ্কা কমানো। নদীর স্বাভাবিক ভারসাম্য বজায় রাখার পাশাপাশি ঘাটগুলিকে পরিষ্কার রাখার দিকেও নজর দেওয়া হচ্ছে। দুর্গোৎসবের পর নদী ও পরিবেশ রক্ষার এই উদ্যোগকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন পরিবেশপ্রেমীরা। তবে কাঠামো সরানোর পাশাপাশি বিসর্জনের ফলে নদীতে জমা অন্যান্য বর্জ্যও যথাযথ ভাবে অপসারণ করা জরুরি বলে মনে করা হচ্ছে।

ময়নাগুড়িতে ফের দুঃসাহসিক ছিনতাই!

রঞ্জন সাহা, নয়া জামানা, ময়নাগুড়িঃ ভাঙানি পূজোয় যাওয়ার পথে টোটো থেকে মহিলার সোনার হার ছিনতাই করে পালান দুষ্কৃতীরা ময়নাগুড়িতে প্রকাশ্য দিবালোকে ফের একবার ছিনতাইয়ের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বৃহস্পতিবার ভরদুপুরে শহরের ওভারব্রিজ সংলগ্ন দ্বারীভিজা মোড় এলাকায় একটি চলন্ত টোটো থেকে এক গৃহবধুর গলার সোনার হার ছিনতাই করে চম্পট দিল দুই দুষ্কৃতী। উৎসবের দিনে এই ধরনের অপরাধমূলক ঘটনায় এলাকায় তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার দিন দুপুরে হুসলুরডাঙা এলাকার এক দম্পতি তাদের মেয়ের বাস্কবীর বাড়িতে ভাঙানি পূজো উপলক্ষ্যে যাচ্ছিলেন। তারা একটি টোটোয় চেপে আবদুলের মোড়ের দিকে রওনা দিয়েছিলেন। অভিযোগ, ঠিক সেই সময় একটি বাইকে করে দুই অপরিচিত যুবক তাদের টোটোর সামনে এসে হঠাৎ পথ আটকায়ে।



কিছু বুঝে ওঠার আগেই দুষ্কৃতীরা ওই গৃহবধুর গলা থেকে জোর করে সোনার চেনটি টেনে ছিঁড়ে নেয়। এরপর চোখের পলকে বাইক নিয়ে দোমহোনি এলাকার দিকে পালিয়ে যায় তারা। দিনের আলোয় এমন প্রকাশ্য ছিনতাইয়ের ঘটনায় হতচকিত হয়ে পড়েন ওই দম্পতি। মুহূর্তের মধ্যে ঘটনাটি ঘটে যাওয়ায় তারা প্রাথমিকভাবে বুঝে উঠতে পারেননি কী করবেন। পরে স্থানীয়দের সহায়তায় তারা সঙ্গে সঙ্গে ময়নাগুড়ি

থানায় যোগাযোগ করেন। এই বিষয়ে দম্পতির পক্ষ থেকে থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগ পাওয়ার পরেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। অভিযুক্ত দুষ্কৃতীদের শনাক্ত করতে এবং তাদের পাকড়াও করতে আশেপাশের এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। পূজো উপলক্ষ্যে পুলিশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

মদ খাওয়া নিয়ে বাড়িতে বকুনি, আত্মঘাতী যুবক

কান্দিঃ দুর্গাপূজার সময় মদ খেয়ে বাড়ি ফেরায় বাবার কাছে ও বাড়ির লোকদের কাছে বকা খেয়ে গলায় দড়ি নিয়ে আত্মঘাতী হলেন এক যুবক।

থামে। অপরদিকে ঘটনার পর বাড়ির লোকেরা যুবকের বুলবুল দেহ দেখে ওকে উদ্ধার করে তড়িঘড়ি সালার ব্লক হাসপাতালে নিয়ে এলে ডাক্তার দেখিয়ে মৃত ঘোষণা করে। পরের পুলিশ দেহ উদ্ধার করে কান্দি মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্ত

করার জন্য পাঠায়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত যুবকের নাম সূর্য মাঝি(১৯)। বাড়ি টোয়া গ্রামে। বৃহস্পতিবার কান্দি মহকুমা হাসপাতাল থেকে দেহ ময়না তদন্ত করে বাড়ির লোকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

হিলিতে পুলিশি অভিযানে লক্ষাধিক টাকার অবৈধ বাজি বাজেয়াপ্ত, ধৃত এক

দক্ষিণ দিনাজপুরঃ অবৈধ ও শব্দদূষণকারী আতশবাজির বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে বড়সড় সাফল্য পেলে হিলি থানার পুলিশ। অভিযানে ১ লক্ষ টাকারও বেশি মূল্যের অবৈধ আতশবাজি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অবৈধ ও শব্দদূষণকারী আতশবাজির ব্যবহার রুখতে সাধারণ মানুষকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানানো হচ্ছে। আতশবাজি কেনার সময়



শুধুমাত্র অনুমোদিত সবুজ ক্রয়কার্স কেনার পাশাপাশি প্যাকেটে থাকা কিউআর কোড যাচাই করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, ক্ষতিকর

শব্দদূষণ থেকে পরিবেশ ও সমাজকে রক্ষা করতে সকলকে সচেতনভাবে উৎসব পালনের আবেদন জানিয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশ।

Only one Water Park in Malda Town, West Bengal

আগামী 15.10.2026 হইতে 15.11.2026 পর্যন্ত

দুর্গাপূজা, কালীপূজা এবং ছঠ পূজা উপলক্ষে

মালদা ওয়াটার পার্কে

ধামাকা অফার

প্রবেশ মূল্য

3-5 বছর	5 বছরের উপর
100/- টাকা	200/- টাকা

Follow Us: www.facebook.com/aquaticbengalmalda

Shimuldhhab, Po- Dhumadighi, Malda-732128

Mobile: 9476288322, 9233178895, 9233139280, 9800048322



২২ অক্টোবর ১১ ২০২৬

ভুবনজেডা

নয়া জামানা

অবশেষে কাটল জট!

‘ভারত-আমেরিকা বাণিজ্যচুক্তি প্রায় চূড়ান্ত’, বড় ঘোষণা ট্রাম্পের

বাণিজ্য সম্পর্ক নিয়ে নয়াদিল্লি ও ওয়াশিংটনের দীর্ঘদিন ধরে টানাপোড়েন চলছে। একাধিকবার আলোচনার পরও কাটছিল না জট। সুত্রের খবর, বাণিজ্যচুক্তির ক্ষেত্রে মূল জট হয়ে উঠেছে কৃষিপণ্য। দীর্ঘ জট আটকে ভারত-মার্কিন বাণিজ্যচুক্তি। দফায় দফায় আলোচনার পরও মেলেনি রফাসূত্র। কৃষিজ পণ্য-সহ বেশ কিছু বিষয়ে জটের কারণেই আটকে রয়েছে যাবতীয় প্রক্রিয়া। অবশেষে কি সেই জট কাটল? ভারতীয় সময় বুধবার বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে বড় ঘোষণা করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। জানালেন, চুক্তি প্রায় চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। একইসঙ্গে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, এই চুক্তি ওয়াশিংটনের পূর্ববর্তী বাণিজ্য চুক্তিগুলির চেয়ে ভিন্ন হবে। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, ভারত চুক্তি চূড়ান্ত করতে চায়। আমরাও মুখিয়ে আছি। তবে চুক্তি প্রায় চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। তিনি আরও বলেন, এই চুক্তি আমাদের আগের করা চুক্তিগুলির চেয়ে একেবারেই ভিন্ন হবে। তবে



প্রস্তাবিত এই চুক্তি ঠিক কী ধরনের হবে, সে বিষয়ে তিনি বিস্তারিত কিছু জানাননি। বর্তমানে ভারত সফরে রয়েছেন মার্কিন

বিদেশ সচিব মার্কো রুবিও। আগেই তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, ভারত-মার্কিন বাণিজ্যচুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার পথে। তার মাঝেই এবার বড় ঘোষণা করলেন ট্রাম্প। বাণিজ্য সম্পর্ক নিয়ে নয়াদিল্লি ও ওয়াশিংটনের দীর্ঘদিন ধরে টানাপোড়েন চলছে। একাধিকবার আলোচনার পরও কাটছিল না জট। সুত্রের খবর, বাণিজ্যচুক্তির ক্ষেত্রে মূল জট হয়ে উঠেছে কৃষিপণ্য। আমেরিকা নিজের কৃষিজ পণ্য ভারতে বিক্রি করতে চায়। সে ক্ষেত্রে ভারতের কৃষকরা ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে আশঙ্কা করছে দিল্লি। পাশাপাশি, উত্তরপ্রদেশে ভোটের আগে এই পদক্ষেপে নতুন করে কৃষক বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিতে পারে বলেও আশঙ্কা। এই অবস্থায় মার্কিন কৃষিজপণ্যকে কোনওভাবেই বাজার ছাড়তে নারাজ ভারত। কিন্তু ট্রাম্পের বক্তব্য, সমস্ত জট প্রায় কাটিয়ে উঠেছে দুই দেশ। বাণিজ্যচুক্তি এখন সময়ের অপেক্ষা। কিন্তু কোন পথে সমাধানসূত্র মিলেছে, তা স্পষ্ট করেননি মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

শুক্রে দিল্লিতে ফের ‘জ্ঞানেশ হটাও’ মিছিল!

শুক্রে দিল্লিতে ফের ‘জ্ঞানেশ হটাও’ মিছিল! কিন্তু সুত্রের খবর, মিছিলটির জন্য এখনও পুলিশের অনুমতি নেওয়া হয়নি। তবে মিছিলে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ পেয়েছেন ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র প্রধান অভিজিৎ দীপকে, বামনেরী নেহা বোরা-সহ একাধিক পরিচিত মুখ। ‘পিপল এগেইনস্ট এসআইআর’ হল একটি নয়া সংগঠন। শিক্ষার্থী, কৃষক এবং সুশীল সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর সমন্বয়ে এটি গঠিত। এসআইআর এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরোধিতায় তারা বিক্ষোভ কর্মসূচি আয়োজন করেছে। তবে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল মিছিলটির জন্য পুলিশের অনুমতি নেওয়া হয়নি। ফলে কর্মসূচি কেন্দ্র করে দিল্লির রাজপথ ফের উত্তপ্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। উল্লেখ্য, আগের বিক্ষোভ কর্মসূচিগুলির জেলে দিল্লির বিভিন্ন এলাকায় জারি হয়েছিল ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ১৬৩ ধারা, যা এখনও বলবৎ রয়েছে। গত ১৮ অক্টোবর এক বিবৃতিতে সংগঠনটি জানিয়েছিল, এই কর্মসূচিটির নাম ‘গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য জনগণের পদযাত্রা’। তাদের সাফ কথা, এর জন্য কোথাও পুলিশের অনুমতির আবেদন করা হবে না। একইসঙ্গে শাস্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের উপর বলপ্রয়োগ না করার বিষয়ে তারা পুলিশ, আধাসামরিক বাহিনী ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকেও সতর্ক করে দিয়েছে। সংগঠনটির স্লোগান হল, ‘হর গলি যস্তুর মস্তুর, হর গাঁও যস্তুর মস্তুর, মেরা ঘর যস্তুর মস্তুর’। এই মিছিলে ‘ইন্ডি’ জোটকেও তারা আমন্ত্রণ জানিয়েছে বলে খবর। তবে আমন্ত্রিতদের এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। ‘পিপল এগেইনস্ট এসআইআর’-এর বক্তব্য, মিছিলটি কনট প্লেসের বাংলা সাহিব গুরুদ্বার থেকে শুরু হবে। শেষ হবে প্যাটেল চকের কাছে অবস্থিত নির্বাচন কমিশনের কার্যালয়ের সামনে গিয়ে। সংগঠনটি জানিয়ে দিয়েছে, পুলিশ যদি তাদের পথ আটকায়, তাহলে বিক্ষোভকারীরা সেখানেই ‘জন-সংসদ’ (পিপলস পার্লামেন্ট)-এর আয়োজন করবেন। গাওয়া হবে জাতীয় সংগীত।

‘আগামী ৩০ বছরেও ক্ষমতায় আসবে না’,

কংগ্রেসকে তোপ শাহের

‘আগামী ৩০ বছরেও ক্ষমতায় আসবে না’, কংগ্রেসকে বীধলেন শাহ। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ইন্তফার দাবিতে কংগ্রেসের নেতৃত্বে দেশজুড়ে আন্দোলন চালাচ্ছে ‘ইন্ডি’ জোট। লক্ষ্য হল কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপিকে ক্ষমতা থেকে সরানো। এর মধ্যে বিদেশযাত্রা করেন রাহুল গান্ধী। এই অবস্থায় পালটা তোপ দাগলেন বিজেপির শীর্ষনেতা ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বৃহস্পতিবার কংগ্রেস এবং বিরোধী দলনেতা রাহুলকে তোপ দেগে তিনি বলেন, আগামী তিরিশ বছরেও ওরা ক্ষমতায় আসবে না। এদিন দুষণ জর্জরিত যমুনা নদীকে পরিষ্কার করতে ৮, ৯৪১ কোটি টাকার প্রকল্প উদ্বোধন করেন শাহ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাহুল গান্ধীর বিদেশযাত্রা নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করেন তিনি। সুত্রের খবর, চারদিনের সফরে ভিয়েতনামে গিয়েছেন কংগ্রেস নেতা! কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, তজানি যে আপনি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন না। আপনি বিদেশে কোথাও বসে আছেন। আপনি তার কারণও ব্যাখ্যা করছেন না। কিন্তু তাতে কী, এটা

আপনার ব্যক্তিগত জীবনখ কিন্তু দিল্লিতে পা রাখার পর আমার কথা শুনবেন; জেনে রাখুন, আগামী তিরিশ বছরেও ক্ষমতায় আসতে পারবেন না। দ কংগ্রেস যে গত কয়েক দশক ধরে দেশের অধিকাংশ রাজ্যে ক্ষমতায় নেই, সেকথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন অমিত শাহ। তিনি বলেন, তত্পানারা ৫৪ বছর ধরে বাংলায় কোনও নির্বাচন জেতেননিখ অরুণাচল প্রদেশে ১২ বছর ধরে এবং দিল্লিতে ১৮ বছর ধরে আপনারা নির্বাচিত হননি। দ নাম না করে রাহুল গান্ধীকে বীধে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, তত্মামি যখন বলি যে বিজেপি ৩০ বছর ক্ষমতায় থাকবে, তখন তারা জনগণকে বোঝায়; নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে। না হলে অমিত শাহ কীভাবে জানলেন? দ যোগ করেন, তত্মমন কাউকে দেখিনি যে কিনা প্রতি ছয় মাস অন্তর বিদেশে পাড়ি দেয়। আমি এখানে জন্মেছি, এখানে থাকি এবং এখানেই মৃত্যুবরণ করব। ‘ইন্ডিয়া’ জোট এবং ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি) এসআইআর প্রক্রিয়ায় কথিত অনিয়ম এবং তাতে জ্ঞানেশ কুমারের সম্ভাব্য ভূমিকার বিরুদ্ধে দেশজুড়ে প্রতিবাদ কর্মসূচি

পালন করছে। এমন সময় রাহুলের বিদেশ সফর নিয়ে অতীতের মতোই কটাক্ষ করছে বিজেপি। গেরুয়া শিবিরের দাবি, দিল্লিতে প্রতিবাদের সময় ত্রিমুখা চিংকারদ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে রাহুল গান্ধী ছুটিতে গিয়েছেন। সমাজমাধ্যম ‘এক্স’-এ একটি ভিডিও শেয়ার করেছে বিজেপি, যেখানে তাঁকে ভিয়েতনামগামী বিমানে দেখা গিয়েছে রাহুলকে! এইসঙ্গে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, তকংগ্রেস নেতার বিদেশ সফরের উদ্দেশ্য কী? দ বিজেপি নেতা সন্নিহিত পাত্র অভিযোগ করেছেন, সরকার ফেল দেওয়ার ষড়যন্ত্র করছেন রাহুল। দাবি করেছেন, তিনি তজর্জ সোরোসের কাছ থেকে পাঠ নিতেই বিদেশে গিয়েছেন। বিজেপির মুখপাত্র প্রদীপ ভাণ্ডারিও প্রশ্ন তুলেছেন, কংগ্রেস নেতা কি নিছক ছুটি কাটাতে বিদেশে গিয়েছিলেন নাকি তাঁর তবিশৃঙ্খলার সহযোগীদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন। যদিও কংগ্রেস এই দাবি উড়িয়ে দিয়েছে। তাদের বক্তব্য, একজন স্বাধীন ভারতীয় নাগরিক হিসাবে কংগ্রেস নেতা পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তে যেতেই পারেন।

আরও বিষাক্ত দিল্লি!

দশেরার পর আরও বিষাক্ত দিল্লি! রাজধানীর বাতাসে দূষিত কণার পরিমাণ গত পাঁচ বছর দশেরা-পরবর্তী সময়কালের নিরিখে সবচেয়ে বেশি। প্রবল নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও দিল্লির একাংশে যথারীতি চুটিয়ে বাজি ফাটিয়েছেন বাসিন্দারা। তবে যা এখনও পুরোপুরি সুনিশ্চিত নয় তা হল এদের পরিমাণ এবং উৎসবের রাত শেষ হয়ে যাওয়ার পরও তাদের প্রভাব কতদিন টিকে থাকবে। জানা যাচ্ছে, দশেরার পরদিন, দিল্লির একিউআই ২৪৫। এই সময়কালে মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর সূক্ষ্ম কণাগুলোর নম্ব ৮১ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার থেকে সর্বোচ্চ ২১৭ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার পর্যন্ত ছিল। রাতের সবচেয়ে দূষিত সময়ে এর গড় মাত্রা ছিল ১৯১.২ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার। দিল্লির কিছু এলাকায়, যেমন পাঞ্জাবি বাগে, পিএম২.৫ ৩০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে। বৃহস্পতিবারও বায়ুর মান ‘খারাপ’ শ্রেণিতেই রয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আতশবাজি পোড়ানোর সময় পিএম২.৫ বৃদ্ধির জন্য দায়ী বিষাক্ত উপাদানগুলির মাত্রা আচমকাই হ্রাস করে বাড়তে থাকে। আবহাওয়া পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে এই দূষণ কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েক দিন পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে! আসলে আতশবাজি তৈরি হয় কালো বারুদে। যাতে থাকে প্রায় ৭৫ পটাশিয়াম নাইট্রেট, ১৫ কাঠকয়লা এবং ১০ সালফার। বাজি জ্বালিয়ে দেওয়া হলে এই কঠিন মিশ্রণটি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জারিত ও বিয়োজিত হয়ে বাতাসে ভাসমান কালি, ছাই এবং লবণের দানায় পরিণত হয়। বাজিতে থাকে ধাতুও। স্ট্রনশিয়াম বা লিথিয়াম কার্বনেট থেকে লাল, বেরিয়াম যৌগ থেকে সবুজ, তামা থেকে নীল এবং সোডিয়াম ক্লোরাইড থেকে হলুদ রং পাওয়া যায়। অ্যালুমিনিয়াম, টাইটানিয়াম বা ম্যাগনেসিয়ামের গুঁড়ো থেকে রূপালি ও সাদা রং তৈরি হয়। বিস্ফোরণের সময় এগুলো বাষ্পীভূত হয়। পরে শীতল বাতাসে ঘনীভূত হয়ে অতি-সূক্ষ্ম কণা ও কালো কার্বনে পরিণত হয়।



২২ অক্টোবর ১১ ২০২৬

মাঠের লড়াই

নয়া জামানা

আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে ইতিহাস গড়তে যাচ্ছেন মৌলভীবাজারের মেয়ে আনিসা খান

যুক্তরাজ্যের ব্যবসা ও টেলিভিশন জগতে সাফল্যের স্বাক্ষর রাখার পর এবার আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে নতুন ইতিহাস গড়তে যাচ্ছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ তরুণী আনিসা খান। আসন্ন কমনওয়েলথ কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপে ইংল্যান্ড নারী জাতীয় কাবাডি দলের অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন মৌলভীবাজারের এই কৃতী সন্তান। তাঁর এ অসামান্য অর্জনে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছে গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে। ভারতের আহমেদাবাদে অনুষ্ঠিতব্য এই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ইংল্যান্ড নারী কাবাডি দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন আনিসা। তাঁর এ সাফল্যে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত বাংলাদেশি কমিউনিটিসহ বৃহত্তর সিলেটবাসীর মধ্যে আনন্দ ও গর্বের অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছে। আনিসা খানের পৈতৃক বাড়ি মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর উপজেলার আকুয়া গ্রামে। তাঁর বাবা ইয়াওর খান ১৯৭৩ সালে যুক্তরাজ্যে পাড়ি জমান এবং সেখানে একজন সফল ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। প্রবাসে বেড়ে উঠলেও আনিসা তাঁর মেধা, পরিশ্রম ও বহুমুখী প্রতিভার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতদের জন্য গৌরব বয়ে আনছেন। ব্যবসা, টেলিভিশন ও ক্রীড়াঙ্গনে বহুমুখী সাফল্য আনিসা খান লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকস (এলএসই) থেকে উচ্চশিক্ষা অর্জন করেছেন। পেশাগত জীবনে তিনি একজন কনসালট্যান্ট ও সফল উদ্যোক্তা। যুক্তরাজ্যে জনপ্রিয় ফুড ব্র্যান্ড 'বোম্বে পিৎজার' প্রতিষ্ঠাতা

হিসেবেও তাঁর পরিচিতি রয়েছে। এ ছাড়া বিবিসি ওয়ানের জনপ্রিয় রিয়েলিটি শো 'দ্য অ্যাপ্রেন্টিস'-এ ফাইনালিস্ট ও রানারআপ হওয়ার মাধ্যমে তিনি ব্রিটিশ দর্শকদের কাছে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেন। ব্যবসা ও টেলিভিশন জগতের সাফল্যের পাশাপাশি এবার ক্রীড়াঙ্গনে জাতীয় দলের অধিনায়কত্ব অর্জন তাঁর বহুমুখী প্রতিভার আরেকটি উজ্জ্বল স্বীকৃতি। ২০১৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে আনিসা কাবাডি খেলা শুরু করেন। দীর্ঘদিনের অনুশীলন, অধ্যবসায় ও খেলাটির প্রতি গভীর ভালোবাসার মধ্য দিয়ে তিনি আজ ইংল্যান্ড নারী জাতীয় দলের অধিনায়কের দায়িত্ব পেয়েছেন। তাঁর এই অর্জন প্রমাণ করে, নিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে পেশাগত ব্যস্ততার মধ্যেও স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভব। গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের অভিনন্দন ইংল্যান্ড নারী জাতীয় কাবাডি দলের অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পাওয়ায় আনিসা খানকে অভিনন্দন জানিয়েছেন গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের নেতৃবৃন্দ। এক যৌথ অভিনন্দন বার্তায় তাঁরা বলেন, আনিসা খানের এই অর্জন শুধু তাঁর ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, বরং সমগ্র বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ কমিউনিটি এবং বৃহত্তর সিলেটবাসীর জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়। অভিনন্দন বার্তায় স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে রয়েছেন গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের প্যাট্রিন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. হাসনাত এম হোসেইন এমবিই, প্যাট্রিন ও সিনিয়র সাংবাদিক কে এম আবু তাহের চৌধুরী, সংগঠনের অন্যতম উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা এম এ মামান, সাবেক



চেয়ারপারসন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নূরুল ইসলাম মাহবুব, সাবেক সেক্রেটারি বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ আব্দুল কাইয়ুম কয়সর, চিফ কো-অর্ডিনেটর আলহাজ্ব মসুদ আহমদ এবং সাবেক সদস্যসচিব ড. মুজিবুর রহমান। এ ছাড়া অভিনন্দন জানিয়েছেন সংগঠনটির কেন্দ্রীয় নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট, কমিউনিটি লিডার ও সিনিয়র সাংবাদিক মোহাম্মদ মকিস মনসুর, জেনারেল সেক্রেটারি এম আসরাফ মিয়া, ট্রেজারার মিসেস হেলেন ইসলাম, সাউথ ইস্ট রিজিওনাল কনভেনর হারুনুর

রশিদ, কো-কনভেনর জামাল হোসেন ও সদস্যসচিব তাজুল ইসলামসহ কেন্দ্রীয় কমিটি, ১০টি রিজিওনাল কমিটি এবং ৮টি শাখা কমিটির নেতৃবৃন্দ। নেতৃবৃন্দ তাঁদের অভিনন্দন বার্তায় আনিসা খানের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করে বলেন, আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে তাঁর এই অগ্রযাত্রা নতুন প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। তাঁর নেতৃত্বে ইংল্যান্ড নারী জাতীয় কাবাডি দল আসন্ন প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জন করবে বলেও তাঁরা আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তাঁরা

আরও বলেন, আনিসা খানকে নিয়ে আমরা গ্রেটার সিলেটবাসী গর্বিত। তাঁর এই অর্জন প্রমাণ করে, প্রবাসে থেকেও বাংলাদেশের সন্তানরা বিশ্বমঞ্চে নিজেদের যোগ্যতা ও প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে পারেন। পরিশেষে, আনিসা খানের আগামী দিনের পথচলা আরও সাফল্যমণ্ডিত হোক এবং আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে তিনি আরও গৌরব বয়ে আনুন, সেই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে নেতৃবৃন্দ তাঁর জন্য সবার কাছে দোয়া কামনা করেন।

ভারতীয় ক্রিকেটের অন্ধকারতম সময়ের কথা মনে করালেন হরভজন

গ্রেগ চ্যাপেল। অস্ট্রেলীয় হয়েও যিনি ভারতীয় ক্রিকেটের সবচেয়ে বিতর্কিত চরিত্রের অন্যতম। তাঁর কোচিংয়ের সময়কালকে সবচেয়ে ভারতীয় ক্রিকেটের সবচেয়ে অন্ধকার সময় হিসাবে অনেকে চিহ্নিত করেন। প্রায় দু'দশক আগে কোচিং ছাড়ার পরও চ্যাপেল বহু ভারতীয়র কাছে ভিলেন। সেই তালিকায় রয়েছেন হরভজন সিংও। তিনি মনে করছেন, নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতে এসেছিলেন চ্যাপেল। এক সাক্ষাৎকারে দলের প্রাক্তন কোচ সম্পর্কে ভাজ্জির বক্তব্য, গ্রেগ চ্যাপেলের সময়কালটা ভারতের ক্রিকেটের ইতিহাসে অন্ধকারতম সময়। যেভাবে ও ভারতীয় দলে ভাগাভাগি করেছে, সেটা শুধু অস্ট্রেলিয়ার স্বার্থে। ভাজ্জির কথায়, চ্যাপেলকে কোচ হিসাবে নিয়োগ করাটা ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের সবচেয়ে জঘন্য সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে অন্যতম। সাক্ষাৎকারে টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন অফিস্পিনার বলেছেন, তখনো চ্যাপেল দাদার (সৌরভ গাঙ্গোপাধ্যায়) সঙ্গে আচরণ করেছিল এবং যেভাবে অন্য ক্রিকেটারদের



নিজেদের মধ্যে লড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেটা ভারতীয় ক্রিকেটের জঘন্যতম অধ্যায়। ওকে কোচ করাটাই ম্যানেজমেন্টের মস্ত বড় ভুল ছিল। ও দলে ডিভাইড এন্ড রুল নীতি শুরু করেছিল। ও ক্রিকেটারদের নিজেদের মধ্যে লড়াইয়ে মত্ত রেখেছিল। দ ভাজ্জির কথায়, তও গোটা দলকে শেষ করে দিয়েছিল। আমাদের ওই শক্তিশালী দলকে ওরা ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিয়েছিল। আমার মনে হয় ও ইচ্ছা করে এসব করেছে। সেসময় ভারতই একমাত্র দল যারা

অস্ট্রেলিয়াকে চ্যালেঞ্জ করতে পারত। হতে পারে সেকারণেই ও আমাদের দলটা ভেঙে দিতে চেয়েছিল। দ উল্লেখ্য, ভারতীয় দলের কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করার সময় চ্যাপেল ও সৌরভের সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত হয়ে উঠেছিল। ২০০৫ সালে চ্যাপেল কোচ হওয়ার পর থেকেই তাঁদের দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে আসে। পরে সৌরভ অধিনায়কের পদ হারান। রাহুল দ্রাবিড় ভারতের নতুন অধিনায়ক হন। ২০০৭ বিশ্বকাপে ভারতের ভরাডুবি'র পর চ্যাপেলের কোচিং অধ্যায়ও শেষ হয়ে যায়।

প্যারা এশিয়ান গেমসে পঞ্চম স্থানে ভারত

প্যারা এশিয়ান গেমসের তৃতীয় দিন পদকের খুলি ভারী হল ভারতের। এক দিনে ৫ পাঁচটি স্বর্ণ পদক-সহ ১৮টি পদক ছিনিয়ে নিলেন ভারতীয় খেলোয়াড়রা। এর ফলে মোট পদকের সংখ্যা হল ৬২টি। তৃতীয় দিনের শেষে বিশেষ করে অ্যাথলিটদের সৌজন্যে পদক তালিকায় পাঁচ নম্বরে ঠাই হল ভারতের। মঙ্গলবার মহিলাদের ২০০ মিটার টি১২ দৌড়ে গেমস রেকর্ড

গড়ে সোনা জিতেছিলেন সিমরন। বুধবার জারি থাকল তাঁর সোনালি দৌড়। এদিন মহিলাদের ১০০ মিটার টি১২ দৌড়ে সোনা জিতলেন তিনি। অন্যদিকে পুরুষদের ১০০ মিটার টি৪৭ দৌড়ে সোনা জেতেন দিলীপ গাভিত। এছাড়াও পুরুষদের হাই জাম্পে টি৪৪/৬৪ ইভেন্টে গেমস রেকর্ড গড়ে সোনা জিতেছেন প্রবীণ কুমার।

পুরুষদের শট পাট এফ৪৬ ইভেন্টে সোনা জিতেছেন শচীন খিলাড়ি। শট পাটের এফ৫৩ ইভেন্টে সোনা জেতেন আয়ুষ বর্মা। উল্লেখ্য, এখনও পর্যন্ত ১৪টি সোনা, ২২টি রূপো ও ২৬টি ব্রোঞ্জ পদক জিতেছে ভারত। এর মধ্যে শুধু অ্যাথলিটিক্সেই ১৩ সোনা, ১৪ রূপো ও ১৫ ব্রোঞ্জ এসেছে। বলা বাহুল্য ভারতের জয়রথের প্রধান সারথী অ্যাথলিটরা

বাঙালি শিল্পপতির হাত ধরে ইস্টবেঙ্গলে নতুন ইনভেস্টর!

কয়েকটি নাম নিয়ে আলোচনা চলছিল। সেই জল্পনার মধ্যেই এবার নতুন মোড় ইস্টবেঙ্গলের ইনভেস্টর-পর্বে। সব কিছু ঠিকঠাক এগোলে, উৎসবের মরশুমেই নতুন বিনিয়োগকারী পেতে চলেছে লাল-হলুদ। সুত্রের খবর, ইস্টবেঙ্গলের নতুন বিনিয়োগকারী হিসাবে উঠে আসছে হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস লিমিটেডের (এইচপিএল) নাম। দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনা অনেকটাই এগিয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। আইনি প্রক্রিয়া ও চুক্তি সম্পন্ন হলে এ বিষয়ে সরকারি ঘোষণা হতে পারে। হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালসের সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের গাটছড়া বাঁধা হলে ক্লাবের আর্থিক ভিত আরও মজবুত হতে পারে। শিল্পপতি পূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন দ্য চ্যাটার্জি গ্রুপ (টিসিজি) এই সংস্থার প্রধান উদ্যোক্তা।

পাশাপাশি, সংস্থায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারেরও অংশীদারি রয়েছে। ফলে রাজ্যের অন্যতম পরিচিত শিল্পগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হলে আগামী দিনের পরিকল্পনা টেলে সাজানোর ক্ষেত্রে বাড়তি সুবিধা পেতে পারে মশাল রিগেড। গত ২৫ আগস্ট বিবৃতি দিয়ে ইমামি গোষ্ঠী জানিয়ে দিয়েছিল, ইস্টবেঙ্গলের বিনিয়োগকারী হিসাবে তাদের ভূমিকা শেষ হচ্ছে। গত আইএসএল মরশুমের পর থেকেই ইমামির সরে যাওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে জল্পনা চলছিল। ক্লাব কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কয়েকটি বিষয়ে মতপার্থক্যের কথাও শোনা গিয়েছিল। তার পর থেকেই লাল-হলুদের ভবিষ্যৎ বিনিয়োগকারী কে হবেন, তা নিয়ে শুরু হয় নানা আলোচনা।